ইয়েমেনের বিদ্রোহী হুতী শিয়াদের আসল চেহারা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ বিস্তারিত বিবরন

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ প্রফেসর ডক্টর সুলাইমান বিন সালিহ আল গুসন

হুতীদের ইতিহাস এবং প্রেরণার উৎস

হুতীদের চরমপন্থী নেতা নাম হুসাইন বিন বদরুদ্দীন হুতী। তার পিতা বদরুদ্দীন বিন আমীরুদ্দীন আল হুতী হলো তাদের ধর্মগুরু এবং রূহানী নেতা।

এই ধর্মগুরু ১৩৪৫ হিজরীতে উত্তর ইয়েমেনের সা'দাহর উপকণ্ঠে জন্ম গ্রহণ করেন এবং সেখানেই বড় হন। তাকে জারুদিয়াদের বড় আলেমদের মধ্যে গণ্য করা হয়।

যায়দিয়া সম্প্রদায়ের কতিপয় আলেমদের সাথে তার মতবিরোধ সৃষ্টি হওয়ায় তিনি ইরান চলে যান এবং তেহরানে কয়েক বছর বসবাস করেন। পরবর্তীতে সমঝোতার মাধ্যমে তাকে নিজ এলাকায় ফিরিয়ে আনা হয়। তিনি ১৪৩১ হিজরীর যিলহজ্জ মাসের শেষ দিকে মৃত্যু বরণ করেন।

হুসাইন বিন বদরুদ্দীন হুতী হল বদরুদ্দীনের বড় ছেলে। তিনি সা'দায় উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। তারপর সুদান থেকে শরীয়া বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করার পর ডক্টরেট শুরু করেন। কিন্তু পড়ালেখা বাদ দিয়ে দেন এবং মাস্টার্সের সার্টিফিকেট ছিড়ে ফেলেন এই যুক্তিতে যে, একাডেমিক সার্টিফিকেট জ্ঞান-বুদ্ধিকে জমাটবদ্ধ করে দেয়।

১৯৯০ সালে ইয়েমেন ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পর যখন রাজনীতির পথ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়ত তখন হুসাইন হুতী শিয়া 'হিযবুল হক' নামক একটি দল প্রতিষ্ঠায় অংশ গ্রহণ করেন এবং দলের পক্ষ থেকে তিনি ১৯৯৩-১৯৯৭ইং সেশনের জন্য পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হন।

এদিকে দক্ষিণ ইয়েমেনের বিচ্ছিন্নতাবাদী কম্যুনিস্টরা সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলে হুসাইন হুতী তাদের পক্ষাবলম্বন করেন। যার কারণে সরকার তার বসত বাড়িতে সশস্ত্র অভিযান চালায়। ফলে তিনি সুদান পালিয়ে যান এবং সুদান থেকে ইরানে আত্মগোপন করে। অত:পর ইরানের কুম শহরে তার পিতার সাথে কয়েক মাস অবস্থান করেন।

সেখান থেকে লেবানন যান হিযবুল্লাহ গ্রুপের সাথে স্বাক্ষাৎ করার জন্য।

এ দিকে সরকার তার প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করলে তিনি পুনরায় ইয়েমেনে ফিরে আসেন।

ইয়েমেনে ফিরে আসার পর তিনি তার ভক্ত ও অনুসারীদের মাঝে বক্তৃতা ও দরস দেয়া শুরু করেন এবং বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন যেগুলোতে শতশত ছাত্র ভর্তি হয়।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=4493

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন